দেশনায়ক

দে শ না য় ক

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫তম জন্মজয়ন্তী স্মারক
প্রবন্ধ সংকলন

সম্পাদনা
গৌতম মুখোপাধ্যায়

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির
বেলুড় মঠ, হাওড়া ৭১১২০২

Published by: Principal
Ramakrishna Mission Vidyamandira
Belur Math, Howrah 711202

Copyright: Principal
Ramakrishna Mission Vidyamandira
Belur Math, Howrah 711202

ISBN: 978-81-951186-4-9

Published on: August 15, 2023

Price: Rs 400/- (Rupees four hundred only)

Cover Design: Gautam Mukhopadhyay

Printed by: Soumen Traders Syndicate
9/3, K. P. Coomer Street, Bally, Howrah 711202
Email: stsbally@gmail.com

প্রকাশকের নিবেদন

গত ২০২১-এর ৩ ও ৪ সেপ্টেম্বর অতিমারী পরিস্থিতির মধ্যেই রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির কলেজের উদ্যোগে যথাক্রমে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর আবির্ভাবের ১৫০ ও ১২৫ বৎসর স্মরণে আন্তর্জালিক মাধ্যমে দুইদিন-ব্যাপী আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়েছিল। বিদ্যামন্দিরের তৎকালীন অধ্যক্ষ স্বামী একচিত্তানন্দজী মহারাজ পরবর্তী পর্যায়ে উক্ত আলোচনাচক্রের বক্তাদের কাছ থেকে লিখিত আকারে তাঁদের বক্তব্যগুলি সংগ্রহ করে দুইটি পৃথক গ্রন্থ (একটি দেশবন্ধু ও অপরটি নেতাজীর উপরে) প্রকাশ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। এর সঙ্গে সঙ্গে আনুষঙ্গিক কতকগুলি পরিকল্পনাও তখন বিদ্যামন্দির পরিবারের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছিল এবং তদনুযায়ী কার্যক্রম নির্ধারণ করা হয়েছিল। একচিত্তানন্দজী এই কার্যভার ইতিহাস বিভাগের অন্যতম অধ্যাপক গৌতম মুখোপাধ্যায়কে অর্পণ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে নানা ঘটনা-পরম্পরায় এই কাজটি সাময়িক ভাবে মন্থর গতিপ্রাপ্ত হয়। তার প্রধান কারণ, অতিমারীর প্রভাবে বেশ কিছু সঙ্কট এবং বেলুড় মঠ প্রশাসনের নির্দেশে বিদ্যামন্দিরের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে কতকগুলি রদবদল। এই পরিস্থিতিতে অনেকটা পরে স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দজী সাময়িকভাবে বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষের দায়িত্ব যখন গ্রহণ করেন বা তারও পরে যখন তিনি রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ তথা বিদ্যামন্দিরের সম্পাদকের পদে আসীন, তখন গ্রন্থ দুইটি প্রকাশের জন্য পুনরায় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। তখনই আলোচনাচক্রের বাইরেও বেশ কয়েকজন লেখকের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের কাছ থেকেও কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ সংগ্রহ করা হয়। এর পরবর্তী পর্যায়ে বিদ্যামন্দিরের বর্তমান অধ্যক্ষের পক্ষ থেকেও দ্রুততার সঙ্গে কাজটি শেষ করার জন্য চেষ্টা শুরু হয়। তবুও নানা কারণে কাজটি শেষ করতে যথেষ্ট বিলম্ব হল। যাঁরা লেখা দিয়েছিলেন তাঁদের অকারণ ধৈর্য্যের পরীক্ষা দিতে হয়েছে দীর্ঘ সময়। তবু অবশেষে পরিকল্পিত গ্রন্থদ্বয়ের একটি, *দেশনায়ক,* যেটি নেতাজীর উপরে লিখিত নানা প্রবন্ধের সংকলন,

তা প্রকাশ করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। অধ্যাপক গৌতম মুখোপাধ্যায় আন্তরিকভাবে গ্রন্থটির যথাযথ প্রকাশে সহায়তা করেছেন। তাঁকে গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই। এই প্রকাশনা এবং সামগ্রিক পরিকল্পনার সাথে যুক্ত হয়েছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের স্বামী বিবেকানন্দ রিসার্চ সেন্টার (SVRC)-এর জয়েন্ট কোঅর্ডিনেটর স্বামী উমাপদানন্দজী। তাঁকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। আরও যুক্ত ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির বোস হাউস ক্যাম্পাসের কর্মীবৃন্দ, যাঁদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। পাঠক সমাজে গ্রন্থটি সমাদৃত হলে আমরা আরও আনন্দ পাব। পুণ্যত্রয়ীর কাছে গ্রন্থের সকল লেখকসহ এই কাজে যুক্ত অন্যান্যদের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনা করি।

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির
বেলুড় মঠ, হাওড়া
২০ জুন, ২০২৩ (শুভ রথযাত্রা)

স্বামী মহাপ্রজ্ঞানন্দ
অধ্যক্ষ
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির

সম্পাদকের নিবেদন

দীর্ঘ অপেক্ষার পর *দেশনায়ক* প্রবন্ধ সংকলনটি প্রকাশিত হওয়ায় খুব আনন্দ হচ্ছে। যে কঠিন পরিস্থিতিতে এটি সম্পাদনার দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছিল তাতে কাজটি নানা স্তরে কঠিন থেকে কঠিনতর হয়ে উঠেছিল। আন্তর্জালিক মাধ্যমে যে আলোচনাচক্র হয়েছিল তাতে লেখকদের মধ্যে সাত জন অংশ নিয়েছিলেন—স্বামী সুপর্ণানন্দজী মহারাজ, অধ্যাপক শোভনলাল দত্তগুপ্ত, অধ্যাপক অমিত ভট্টাচার্য, অধ্যাপিকা পূরবী রায়, অধ্যাপক শক্তিপ্রসাদ মিশ্র, অধ্যাপক সুপ্রতিম দাশ, অধ্যাপক ভাস্কর চৌধুরী। এর বাইরে পরবর্তী পর্যায়ে আরো আট জন লেখক যোগ দিয়েছেন এবং তাঁদের অংশগ্রহণের ফলে বিষয়সমূহের বৈচিত্র্য যে বর্ধিত হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। সর্বমোট পনেরোটি লেখা এই সংকলনে স্থান পেয়েছে।

প্রবন্ধগুলিকে সাজানো হয়েছে একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনাকে মাথায় রেখে। সেদিক থেকে দেখলে স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দজীর লেখাটিকে অনেকটা ভূমিকা বা প্রস্তাবনার মত বলা যেতে পারে। কারণ সেখানে তিনি একটি মৌলিক প্রশ্নের উত্থাপন করেছেন, যেখানে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু সম্পর্কে চর্চার ক্ষেত্রে তাঁর উপরে স্বামী বিবেকানন্দের যে প্রচ্ছন্ন অথচ গভীর প্রভাব পড়েছিল, সেই ব্যাপারটির প্রতি গবেষকদের অবহেলার কথা বলা হয়েছে। সুভাষ-চিন্তনে বিবেকানন্দ ও দেশবন্ধু—এই দুই মনীষার যোগটিকে ছোট্ট পরিসরে তিনি তুলে ধরেছেন।

এই লেখাটির পরবর্তী পর্বে বাকি গ্রন্থটিকে চারটি মূল পর্বে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম পর্বটি তাঁর কর্মজীবন ও রাজনৈতিক আদর্শের অনুসন্ধান। এই পর্বের প্রথম প্রবন্ধটির রচনাকার সম্পাদক নিজেই এবং রচনাটি স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দজীর প্রবন্ধটির কিছুটা পরিপূরক, কারণ সেখানে বৃহত্তর ঔপনিবেশিক প্রেক্ষাপট থেকে শুরু করে জাতীয়তাবাদী আদর্শের বিকাশ ও বিবর্তনের সূত্রটিকে ধরার পাশাপাশি বিবেকানন্দ ও সমকালীনদের আদর্শের টানাপোড়েনটিকেও বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে

এবং সেই নিরিখে সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক আদর্শের ভিত্তিটিকে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে যুগনায়ক ও দেশনায়ক-কে সম্পর্কিত করে বিষয়টিকে বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। পরবর্তী প্রবন্ধে শ্রী দেবাশীষ পাল ধরবার চেষ্টা করেছেন গান্ধী-সুভাষ দ্বন্দ্বের দিকটিকে, যা ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। এক অর্থে এই রচনাটি পূর্ববর্তী রচনাদ্বয়ের ক্রম অনুসরণ করেছে।

জাতীয় রাজনীতিতে সুভাষচন্দ্র বসুর বিকল্প পন্থা অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে সম্ভবত সর্বাধিক বিতর্কিত বিষয় শেষ পর্বে বিশেষ করে জার্মানী ও জাপানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক। তিনি যেভাবে নাৎসী জার্মানীর সহায়তা প্রাপ্তির প্রত্যাশা করেছিলেন তাকে অনেকেই ভালো চোখে দেখেননি। অনেকেই সন্দিহান ছিলেন তাঁর আদর্শ (বিচ্যুতি) নিয়ে। এই বিতর্ক নতুন কিছু নয়, এই সংশয় সমকাল থেকেই তাঁকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছিল। কিন্তু বিষয়টিকে নতুনভাবে দেখার কাজটি করেছেন অধ্যাপক শোভনলাল দত্তগুপ্ত। সেই সময়ে সুভাষচন্দ্রের অবস্থান ঠিক কি ছিল বা তাঁর সম্পর্কে ফ্যাসিস্টদের মনোভাব কি ছিল, সে ব্যাপারে তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা রয়েছে এই প্রবন্ধে। এই প্রেক্ষাপটেই তৈরি হয়েছিল আজাদ হিন্দ্ ফৌজ বা আই. এন. এ., যা ছিল সুভাষচন্দ্র বসুর সংগ্রামের প্রধান বা অন্তিম পর্যায়, যে পর্যায়ের আলোচনা করেছেন অধ্যাপক সুপ্রতিম দাশ। দেশত্যাগের পূর্ব থেকেই নেতাজী-প্রদত্ত বক্তৃতাসমূহ সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করত গভীরভাবে। বিদেশে থাকাকালীন নিজের দেশের মানুষকে তাঁর সংগ্রাম সম্পর্কে, পরিকল্পনা সম্পর্কে নানা বার্তা দিতে তিনি ব্যবহার করেছিলেন আজাদ হিন্দ্ রেডিও সম্প্রচারকে। অপেক্ষাকৃত প্রায় অনালোচিত বিষয়টিকে আলোচনার পাদপ্রদীপে নিয়ে এসেছেন অধ্যাপক শান্তনু দে। আর এই পর্বের শেষ অংশে রয়েছে বিশেষ সেই প্রশ্নটি, যা সর্বসময় নেতাজীকে ঘিরে আবর্তিত হয়, যেখানে একীভূত হয়ে আছে কখনও সীমাহীন আবেগ, কখনও গভীর গবেষণা বা কখনও চূড়ান্ত অবহেলা। বিষয়টি হল—নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্য। অধ্যাপিকা পূরবী রায়ের আলোচনাতে বিষয়টি পুনরায় চর্চিত হয়েছে।

এই সংকলনের পরের দুটি পর্ব কিছুটা মিশ্র প্রকৃতির। দ্বিতীয় পর্বে রয়েছে মহাজীবনের নানা দিক নিয়ে আলোচনা, যেখানে স্বামী সুপর্ণানন্দজী মহারাজ আলোচনা করেছেন রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলনের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সম্পর্ক বা যোগসূত্র নিয়ে। সুভাষচন্দ্র বসুর সমগ্র সাহিত্যচর্চা নিয়ে আলোচনা করেছেন অধ্যাপক শক্তিপ্রসাদ মিশ্র এবং তাঁর দার্শনিক ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেছেন অধ্যাপক অমিত ভট্টাচার্য মহাশয়। আর এই পর্বের শেষে সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্যভাবনা নিয়ে আলোচনা করেছেন অধ্যাপক নূরমহম্মদ সেখ। পরের পর্বে বিভিন্ন বিষয়ের উপরে সুভাষচন্দ্র বসুর প্রভাব নিয়ে আলোচনা রয়েছে, যেখানে সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে ভিন্ন ভাষাতে যে-সকল পংক্তি রচিত হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করেছেন শ্রী রামকুমার মুখোপাধ্যায়। পরবর্তীকালে নেতাজীকে ব্যবহার করা হয়েছে বিভিন্ন বিজ্ঞাপনেও। সে বিষয়ে তথ্য ও চিত্র-সমৃদ্ধ আলোচনা করেছেন ড. পৃথ্বীরাজ বিশ্বাস। ভারতীয় চলচিত্রে নানাভাবে প্রভাব ফেলেছেন নেতাজী। এই প্রভাব বৈচিত্র্যে ভরা। প্রায় সমকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত এই বিস্তৃতি, যা তুলে ধরেছেন অধ্যাপক ভাস্কর চৌধুরী।

এই গ্রন্থের সর্বশেষ পর্বে রয়েছে একটিই লেখা, যেটি গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের পর যখন ভারতের স্বাধীনতা এল তখন সুভাষচন্দ্রের ভাবনাকে কতটা প্রয়োগ করা হল। কারণ এই পর্বটি নিয়ে বহু পূর্ব থেকেই তাঁর একটি সুস্পষ্ট পরিকল্পনা ছিল। তাঁর স্বপ্ন বা পরিকল্পনা এবং তাঁর অবর্তমানের বাস্তবকে তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন অধ্যাপক সন্দীপন সেন।

আশা করা যায়, প্রবন্ধগুলিকে যে ক্রমানুসারে সাজানো হয়েছে তা পাঠকদের ভাল লাগবে। প্রবন্ধ সংকলনটি দ্বিভাষিক হওয়ায় হয়তো কোথাও কোথাও অসুবিধা থাকতে পারে। সেগুলিকে সাজানোর ক্ষেত্রেও বলা বাহুল্য, ভাষা নয়, তার আলোচিতব্য বিষয়টিকে মাথায় রাখা হয়েছে। অনিচ্ছাকৃত কিছু ভুলত্রুটি থেকে গেল, তাই আমি অগ্রিম ক্ষমাপ্রার্থী।

পরিশেষে স্মরণ করি, বিদ্যামন্দিরের পূর্বতন অধ্যক্ষদ্বয় স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দজী এবং স্বামী একচিত্তানন্দজী মহারাজ সর্ব সময়ে উৎসাহ

যুগিয়েছেন। সম্পাদনার কাজে ক্রমাগত যাঁদের সহযোগিতা পেয়েছি তাঁরা হলেন শ্রীযুক্ত মিলন সিংহ ও শ্রীযুক্ত সঞ্জয় দে (উভয়েই বাংলা বিভাগে অধ্যাপনারত)। বিশেষ করে তাঁরা উভয়েই বাংলা বিভাগের স্নাতকোত্তর প্রথম এবং দ্বিতীয় বর্ষের (২০২১-২২) ছাত্রদের সহায়তায় প্রুফ সংশোধনের কাজটি করে আমাকে ঋণী করেছেন। সকলের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করা থেকে শুরু করে পুরো বিষয়টিকে পরিচালনার কাজটি নিঃশব্দে করে গেছেন রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের স্বামী বিবেকানন্দ রিসার্চ সেন্টার (SVRC)-এর জয়েন্ট কোঅর্ডিনেটর স্বামী উমাপদানন্দজী। তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। বিদ্যামন্দিরের বর্তমান অধ্যক্ষ স্বামী মহাপ্রজ্ঞানন্দজী যেভাবে গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছেন তা অবশ্যই স্মরণযোগ্য। সবশেষে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই এই সংকলনের লেখকগণকে, যাঁরা অসীম ধৈর্যের সঙ্গে সংকলনটি প্রকাশের জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেছেন। পাঠকমহলে সংকলনটি সমাদৃত হলে আনন্দিত হব।

গৌতম মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রকাশকের নিবেদন

সম্পাদকের নিবেদন

সুভাষচন্দ্র-গবেষণা ঘিরে ভেসে-ওঠা একটি প্রশ্ন ১৩
স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ

প্রথম পর্ব—কর্মজীবন ও রাজনৈতিক আদর্শ

সুভাষচন্দ্র থেকে নেতাজী : ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতের অনুসন্ধান ২১
গৌতম মুখোপাধ্যায়

গান্ধী-সুভাষ দ্বন্দ্ব : বিকল্প রাজনীতির একটি নতুন অধ্যায় ৩৩
দেবাশীষ পাল

Subhas Chandra Bose, Fascism and Nazi Germany: ৫৩
Revisiting an Old Controversy
Sobhanlal Dutta Gupta

Subhas Chandra Bose and the INA Legacy ৬৫
Supratim Das

Tuning the Sound Waves for a Nation ৮১
Santanu Dey

নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্য : কিছু তথ্য ১১৫
পূরবী রায়

দ্বিতীয় পর্ব—মহাজীবনের অন্য দিক

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলন ও সুভাষচন্দ্র বসু ১৩১
স্বামী সুপর্ণানন্দ

সুভাষ-সাহিত্য পরিক্রমা : একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন ১৩৭
শক্তিপ্রসাদ মিশ্র

সুভাষচন্দ্রের দার্শনিক ভাবনা ১৫১
অমিত ভট্টাচার্য

নেতাজীর স্বাস্থ্য ভাবনা ১৭৪
নূরমহম্মদ সেখ

তৃতীয় পর্ব—নানা বিষয়ে সুভাষচন্দ্রের প্রভাব

সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে ভিন্ন ভাষায় পংক্তিমালা ১৮৭
রামকুমার মুখোপাধ্যায়

Netaji: an Icon in Images ১৯৩
Dr. Prithwiraj Biswas

ভারতীয় চলচ্চিত্রে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ২০৩
ভাস্কর চৌধুরী

চতুর্থ পর্ব—স্বাধীনোত্তর ভারত ও সুভাষচন্দ্র

স্বাধীনোত্তর ভারতের নবনির্মাণ সংক্রান্ত সুভাষচন্দ্রের ২২১
স্বপ্ন ও পরিকল্পনা : একটি পর্যালোচনা
সন্দীপন সেন

সুভাষচন্দ্র-গবেষণা ঘিরে ভেসে-ওঠা একটি প্রশ্ন

স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ

একটি দেশ বা জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আদায়ের লড়াই ইতিহাসের উজ্জ্বলতম অধ্যায়। সেই সংগ্রামে যাঁরা সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন, তাঁরা ভাবীকালের বুকে এক অনপনেয় স্মরণীয়তা অর্জন করেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যেই এমন হাতে-গোনা কয়েকজন আসেন, যাঁরা শুধু লড়াইয়ে সেনাপতির ভূমিকা পালন করেন না, উপরন্তু সেই দেশ বা জাতির সামনে একটি আদর্শ জীবনের স্থায়ী মানক হিসেবে উপস্থিত হন। তাঁদের আচরিত জীবনের মধ্য দিয়ে সেই দেশ, জাতি তথা সমগ্র মানব-সভ্যতার ইতিহাস ব্যষ্টি ও সমষ্টির পথচলার নির্দেশনা লাভ করে। আমাদের দেশের ক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্র এমনই এক ব্যক্তিত্ব। দেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে দেশের স্বাধীনতার সূর্যোদয় তিনি দেখতে পেরেছিলেন কিনা সে নিয়ে অনেক বিতর্ক তোলা যায়, কিন্তু একথা সর্বৈব সত্য যে, সেই স্বাধীনতার দিনটিতে তিনিই ছিলেন হয়ত অন্যতম বরণীয় নায়ক।

সুভাষের জীবনের অন্যতম বড় ঘটনা নিশ্চয়ই রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। কোন অর্থেই এই পরিচয় সাক্ষাত পরিচয় নয়। অথচ বিশ্বের ইতিহাসের অনেক চোখে-দেখে ঘটে যাওয়া পরিচয়ের চেয়ে এর গভীরতা অনেক বেশি। নিজের অনেক লেখায় এই বিষয়ে স্পষ্ট স্বীকারোক্তি আছে সুভাষের। যাঁরা তাঁকে দেখেছেন, তাঁরাও সেই সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছেন। একজন নামকরা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখছেন, "১৯১৩ সালে কলকাতায় সুভাষের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। ...ওই সময় সুভাষের মধ্যে চারটি জিনিস আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছিলাম ঃ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রতি তাঁর গভীর আবেগময় ভক্তি, ধর্মভাব, সেবাপরায়ণতা এবং নির্ভীকতা। ... সুভাষের অন্তর্জীবনের ইতিহাসের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা জানেন যে, শেষোক্ত তিনটি চারিত্রিক গুণের বিকাশের মূলে যে-প্রেরণাটি সক্রিয় ছিল, তা হল, আমি যার প্রথমেই উল্লেখ করেছি — সুভাষের রামকৃষ্ণ

বিবেকানন্দ অনুরাগ। ১৯১৩-১৫ — এই দুবছর আমি সুভাষের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছিলাম এবং এই সময়ে আমরা একসঙ্গে বহুবার বেলুড়মঠে গিয়েছি। বস্তুত তখনকার দিনে স্বাধীনতাকামী এমন বাঙালী কেউ ছিলেন না বললেই চলে যিনি দক্ষিণেশ্বর বেলুড়মঠ যাননি।"[১]

বিবেকানন্দের প্রভাব যে কত গভীর ছিল তার মনে, তা সুভাষের নিজের কথা থেকেও জানা যায়। সদ্য কৈশোরে পা-দেওয়া এক ক্ষণজন্মা যুবকের সামনে বিবেকানন্দ সেদিন দাঁড়িয়েছিলেন অনেকটা সমুদ্রগামী জাহাজের কাছে থাকা লাইট-হাউসের মতন। সেকথার খুব অকপট স্বীকৃতি আমরা সুভাষের নিজের লেখা জীবনকথার মধ্যে একাধিকবার পাই। তাঁর নিজের স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন এক অসামান্য ব্যক্তিত্ববান পুরুষ। সুভাষ কৈশোরের সেই আবেগচঞ্চল বয়সকালে সেই মাস্টারমশাইকেই জীবনের আদর্শ বলে গ্রহণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কিন্তু সেখানে তাঁর নিজেরই দ্বিধা ছিল। সেই সময়ের এই দ্বিধাকে কাটানোর ব্যাপারে সাহায্যটাও এসেছিল অবশ্য সেই মাস্টারমশাইয়ের কাছ থেকেই যিনি নিজেও ছিলেন আদ্যোপান্ত এক বিবেকানন্দ-অনুরাগী। সুভাষের নিজের লেখা থেকেই একটি বড় একটি উদ্ধৃতি এখানে তুলে ধরছি আমরা, যা সহজে সুভাষের মনোজগতের সেই কালের অবস্থাটিকে বুঝতে যেকোনো পাঠককে সহায়তা করবে, "একদিন নেহাতই দৈবক্রমে এমন একটি জিনিস পেয়ে গেলাম, এই সঙ্কটকালে যা আমার প্রধান সহায় হয়ে দাঁড়াল। আমার এক আত্মীয় পাশের বাড়িতেই থাকতেন...তাঁর বইগুলির উপর চোখ বোলাতে বোলাতে নজরে পড়ল স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী। কয়েকটি পৃষ্ঠা উল্টিয়ে বুঝলাম, এতে এমন কিছু আছে যা আমি খুঁজে মরছি। বইগুলি তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে বাড়িতে এসে সাগ্রহে পড়তে আরম্ভ করলাম। মজ্জাবধি আমার শিহরণ খেলে গেল। প্রধান শিক্ষক মহাশয় আমার মধ্যে সৌন্দর্য ও নীতিবোধ জাগ্রত করেছিলেন, আমার জীবনে নতুন এক শক্তি এনে দিয়েছিলেন, কিন্তু এমন কোন আদর্শ তাঁর কাছ থেকে লাভ করি নি, যার জন্য সমগ্র সত্তাকে আমি উৎসর্গ করতে পারি। বিবেকানন্দ আমাকে তাই এনে দিলেন।"[২]

এরকম আরো অনেক সাক্ষ্য প্রমাণ জোগাড় করা সম্ভব, যেখান থেকে